০৮/৮/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১৬ .. কলাম ... ৩......

দৈনিক জনকণ্ঠ

ক্যাম্পাসে স্থায়ী শান্তি চাই

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষা ও জ্ঞা
প্রাণকেন্দ্র সে কথা সকলের জানা।
মঙ্গলকামী প্রতিটি মানুষ ক্যাম্পাসে নির
শান্তি চায়। কিন্তু বাস্তবে
শিক্ষাঙ্গনগুলোতে চলছে ছাত্র রাজনীতির
দলবাজি ও অরাজকতা। ধারণা
গিয়েছিল, দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার
গ্রহণ করার পর শিক্ষাঙ্গনে শান্তিশৃ
তিষ্ঠিত হবে। বাস্তবে ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা। শান্তির বদলে অশান্তি ছ
ড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে। জনকণ্ঠের রবিবার সংখ্যার
তিবেদনে এর সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, অশ
াবানল ছড়িয়ে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্তত ৪০টি
তিষ্ঠানে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত এক মাসে শিক্ষ
ন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও দখলবাজি কমার বদলে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরী
ড়াশোনার বারোটা বাজার পাশাপাশি সেশনজটের কালো থাবা শিক্ষাজীব
াস করছে। সন্ত্রাসজর্জরিত দেশের প্রধান প্রধান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের
ড় লাখ ছাত্রছাত্রী আতঙ্ক, হতাশা ও চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটা
ক্ষাঙ্গনগুলোতে এই বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল অবস্থা ঠেকাতে তত্ত্বাব
রকারের রহস্যজনক নীরবতা ও আন্তরিকতার অভাবকে দায়ী ক
ক্ষাসংশ্লিষ্ট মহল। এ ছাড়া স্থান বিশেষে পুলিশের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ,
জনৈতিক নেতৃত্বের উস্কানি, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে দায়ী
চ্ছ। পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ, ঢাকার বাইরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঘটকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এর মধ্যে গত শনি
হাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ডাকা তিন দিনের ধর্মঘটের প্রথম দি
ত্রলীগ বাধা দিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের ড
গাতার ধর্মঘটের প্রথম দিন ছিল শনিবার, যা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছা
তবাহিত হয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রদল প্রশাসনিক ভবনেও তালা ঝোলা
ষণা দেয়ায় সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সংঘাতের দি
চ্ছ বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সব সত্ত্বেও এসব ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি
ছ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় সেশনজটমুক্ত হয়ে আসা ঢ
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এক বছরের সেশনজটের মধ্যে ইতোমধ্যে ঠে
া হয়েছে। এ কথাও সবার জানা যে, গত ২৯ জুলাই থেকে ছাত্রদ
াতার ধর্মঘটে এই ক্যাম্পাসের একাডেমিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি অচল হ
। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের ১৮০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এখানে আ
টি কথা বলা দরকার। আর তা হলো বিগত পাঁচ বছর দখলদারিত্ব থে
ত ছাত্রদল ক্যাডাররা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে
ঢোল পিটিয়ে হল দখলের মহড়ায় নেমেছে। আর দখলদারিত্ব বজায় রাখ
লীগ ক্যাডাররাও আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই দ্বিমুখী প্রতিযোগিতার সুযো
বড় ক্ষতি হয়েছে বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মনে করছে তা হলো, ছাত্রদ
াকর্মীদের পুনর্বাসনের সুযোগে ছাত্রশিবিরের ঘাপটি মেরে থাকা সক্রি
রা হলে ঢুকে পড়ছে।

ালের খবরে জানা গেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের লাগাতার ধর্মঘ
চি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। কিন্তু এটা করা হয়েছে হঠাৎ, কো
সমাধান ছাড়াই। ধর্মঘট তারা নাকি স্থগিত করেছে শর্ত সাপেক্ষে, আবাসি
লোতে সহাবস্থান নিশ্চিত করার কর্তৃপক্ষীয় আশ্বাসের প্রেক্ষিতে। আশ্বা
টা পূরণ হলো না হলো তা বিবেচনা করে সাতদিন পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ
ল ধর্মঘট স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করবে কি করবে না। মানে, অচলাবস্থা
ন এখনো হয়েছে বলা যায় না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তবে আম
করব ছাত্রদল অচলাবস্থা নিরসনের সুবিধার্থে নমনীয় মনোভাব গ্রহণই শ্রে
ণ্য করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দূরত্ব তৈরি
এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
র্য গত ৬ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কটের কথা বলেন এবং সঙ্কট নিরসনে তাঁর সরকারে
গিতা কামনা করেন। এক পর্যায়ে নাকি উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিম
টনার ফলশ্রুতিতে তার পরদিন থেকে উপাচার্যের নিরাপত্তা প্রত্যাহার কর
। এই ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা চাই অবিলম্বে উপাচার্যের
ত্তা ফিরিয়ে দেয়া হোক। আসলে আমরা এ কোন্ দেশে বাস করছি
হ সমাজের কোন অঙ্গনেই স্থিতিশীলতার ছাপ দেখা যাচ্ছে না।

হূর্তে দেশের ৪০টি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে অরাজকতা।
তিষ্ঠানে লেখাপড়া লাটে উঠেছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এর চেয়ে
ক ঘটনা আর কি হতে পারে? শিক্ষাঙ্গনে এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও মস্তানি
নতে দেয়া যায় না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও ঢাকা
্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাই-- আপনারা অবিলম্বে যে
ূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে